

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিরতায় ক্যাম্পাস ছাড়ছেন শিক্ষার্থীরা

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিনিধি ●

ক্যাম্পাস খোলা। কিন্তু শিক্ষার্থী নেই
কমলেই চলে। এই চিত্র রাজধানীর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

২৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে
শীতকালীন ছুটি শুরু হচ্ছে। কিন্তু
ক্লাস-পরীক্ষা বাসা সড়েও শিক্ষার্থীরা
বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন ১৬
ডিসেম্বরের পর থেকেই।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, চলমান
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জীবনের
নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আগেরই
হল ও ক্যাম্পাস ছাড়ছেন তাঁরা। এ
জানুয়ারি নির্বাচনের আগে আরও
সহিংসতার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি আবাসিক
হলে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী
থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে মাত্র
৫০০ শিক্ষার্থী অবস্থান করছেন বলে
জানা গেছে।

ক্যাম্পাস সুরক্ষিত, ১৮ দলের
ডাকা টানা অবরোধের সমর্থনে
বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী
মতাদর্শী সাদা দলের শিক্ষকেরা সব
ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করলেও
আওয়ামীপন্থী নীল দলের শিক্ষকেরা
ঠিকই ক্লাস নিচ্ছেন। এর ফলে
অবরোধের মধ্যে যাওয়া-আসা
করতে সমস্যা হচ্ছিল শিক্ষার্থীদের,
বিশেষ করে অনাবাসিক
শিক্ষার্থীদের।

এরপর জামায়াতের নেতা
আবদুল কাদের মোস্তাফিজের পর
চলমান রাজনৈতিক অবস্থা আরও
মারাত্মক হয়ে ওঠে। অবরোধের
সময় ঢাকা থেকে দেশের উত্তরাঞ্চল
ও দক্ষিণাঞ্চলে দূরবর্তী কোনো
যানবাহন ছেড়ে না যাওয়ায় আতঙ্কিত
হয়ে পড়েন হলের শিক্ষার্থীরা। তাই
বিস্তৃত দিবসের দিন সকাল থেকে
অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাড়ির দিকে
রওনা হন।

এ ছাড়া যাকিদের অনেকেই ২০
ডিসেম্বর ওরুবার সকালে যাবেন বলে
ঠিক করেছেন।

কৃষি অনুষদ ও কৃষি ব্যবসায়
ব্যবস্থাপনা অনুষদের বেশির ভাগ
শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে
গেছেন। গতকাল কৃষি অনুষদের সব
শ্রেণীকক্ষে হাতত বর্ষের কোনো
শিক্ষার্থীকে দেখা যায়নি। কৃষি

চলমান
রাজনৈতিক
অস্থিরতা ও জাতীয়
নির্বাচনের সময়
ঘনিয়ে আসায়
আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে
অবস্থান করা নিরাপদ
মনে করছি না।
আমাদের পরিবারও
আমাদের নিয়ে
চিন্তিত, তাই বাসায়
চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত
নিয়েছি। তবে কবে
নাগাদ ফিরতে পারব
জানি না।

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা অনুষদের স্নাতক
চূড়ান্ত বর্ষ এবং এমবিএর কয়েকজন
শিক্ষার্থী বাসে আর কাউকে
ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি।

এ ব্যাপারে কৃষি ব্যবসায়
ব্যবস্থাপনা অনুষদের শিক্ষার্থী
জিয়াউদ্দীন পাভেল বলেন, চলমান
রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জাতীয়
নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসায়
আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করা
নিরাপদ মনে করছি না। আমাদের
পরিবারও আমাদের নিয়ে চিন্তিত,
তাই বাসায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত
নিয়েছি। তবে কবে নাগাদ ফিরতে
পারব জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের
ডিন জাহিদুল হক প্রথম আলোকে
ব বলেন, শিক্ষার্থীরা আমাদের একটি
ছুটির আবেদনপত্র জমা দিয়েছে,
আমি সেটি রেজিস্ট্রার অফিসে
পাঠিয়ে দিয়েছি। আর বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে কোনো অতিরিক্ত ছুটি
কার্যকর করা হয়নি। আগে বাড়ি
যাওয়া শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ নিষেধ
ব্যাপার। শীতকালীন ছুটির পর ১
জানুয়ারি ২০১৪ মাস থেকে পুনরায়
একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হবে বলে
জানান তিনি।